দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR 24 1999
পৃঃ ১ কলাম ৭

# এডিবি সাহায্য প্রদানের নীতি পরিবর্তন করিতেছে

*শওকত হোসেন মাসুম ॥ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশে তাহাদের সাহায্য প্রদান নীতির পরিবর্তন করিতেছে। নূতন নীতি অনুযায়ী এডিবি কেবলমাত্র নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচীতে সাহায্য প্রদান করিবে, কোন ধরনের সম্পদ সৃষ্টি বা সম্পদ হস্তান্তরে সাহায্য দিবে না। এডিবি বলিয়াছে, এই নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকিলে নূতন কোন প্রকল্পে আর সহায়তা দেওয়া হইবে না, বরং প্রকল্প প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করিয়া দেওয়া হইবে। প্রয়োজনে অঙ্গীকারের অভাবের কারণে এডিবিতে সংশ্লিষ্ট খাত হইতে পরিস্থিতি উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের প্রত্যাহার করিয়া লইবে।*

*এডিবি সম্প্রতি প্রণীত এক সাহায্য স্মারকে এই কথা বলিয়াছে। গত মার্চ মাসে এডিবি'র একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। সফরের উদ্দেশ্য ছিল আগামী ২০০০ সাল হইতে ২০০২ সাল পর্যন্ত এডিবি যে সকল প্রকল্পে সহায়তা করিবে তাহা চিহ্নিত করা। এই মিশন মার্চের* (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## এডাব'র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শেষ সপ্তাহে চলিয়া যাওয়ার পর সম্প্রতি এই স্মারকটি প্রকাশ করা হইয়াছে।

স্মারকে এডিবি বলিয়াছে, এডিবি বাংলাদেশে সাহায্য প্রদান নীতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন করিবে। তাহারা সম্পদ সৃষ্টি নয় বরং নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রদান করিবে। কেননা নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হইলেই অর্থনীতিতে প্রকল্পের অবদান বৃদ্ধি পায়। ইহাছাড়াও এডিবি কিছু অপ্রচলিত খাততে গুরুত্ব দিবে। যেমন-সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং প্রশাসনিক সংস্কারসহ শাসন ব্যবস্থা। এডিবি বলিয়াছে, তাহারা বর্তমানে ৩০টি উপখাতে সাহায্য প্রদান করিতেছে। ইহার পরিমাণ কমাইয়া ১৫টি উপখাত নির্ধারণ করা হইবে। তবে যে সকল খাতের সামগ্রিক সমীক্ষা এবং কৌশল রহিয়াছে শুধু সেই সকল খাতকেই সাহায্য দেওয়া হইবে, তবে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে সরকারের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। কেননা সংস্কারের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের উপর।

এডিবি স্মারকে ১৯৯৯ সাল ছাড়াও ২০০০ হইতে ২০০২ সাল পর্যন্ত সাহায্য প্রদান করিবে এমন প্রকল্প চিহ্নিত করা হইয়াছে। ১৯৯৯ সালে সাহায্য দেওয়া হইবে এই প্রকল্পগুলি হইল-বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষিণ-পশ্চিম সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, ঢাকা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্প খাতের উন্নয়ন ঋণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা খাত; ২০০০ সালে এডিবি সাহায্য করিবে ৬টি নূতন প্রকল্পে যেমন-উত্তর-পশ্চিম কৃষি উন্নয়ন, উত্তর-পূর্ব করিডোর উন্নতিকরণ, গ্যাসখাত উন্নয়ন কর্মসূচী, চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা সমন্বিত উন্নয়ন, ক্ষুদ্রায়তন পানিসম্পদ উন্নয়ন খাত এবং তৃতীয় নগর উন্নয়ন প্রকল্প। ২০০১ সালে এডিবি ৭টি নূতন প্রকল্প সহায়তা প্রদান করিবে। যেমন-শস্য বাণিজ্য উন্নয়ন, আঞ্চলিক রেল ট্রাফিক বর্ধিতকরণ কর্মসূচী, ইন্স্যুরেন্স ও পেনশন তহবিল উন্নয়ন, কালনি-কুশিয়ারা নদী উন্নয়ন, তৃতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, দ্বিতীয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ভূমি প্রশাসন সংস্কার প্রকল্প। ২০০২ সালে এডিবি সহায়তা প্রদান করিতে আঞ্চলিক সড়ক প্রকল্প, গ্রামীণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ খাত এবং দ্বিতীয় শহর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

এডিবি বলিয়াছে, আগামী ৩ বৎসরের জন্য পরিকল্পিত এই প্রকল্পসমূহে প্রায় ১১০ কোটি ডলার সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া প্রাথমিকভাবে মনে করা হইতেছে।